দাবি পূরণে ৭ কর্মদিবস সময় দিলেন কুয়েট শিক্ষকরা, লিখিত ক্ষমা চাইবেন শিক্ষার্থীরা

খুলনা অফিস

০৫ মে, ২০২৫ ১৫:৪২

শেয়ার

অ +

অ -

সংগৃহীত ছবি

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুয়েট) গত ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, ভিসিসহ শিক্ষকদের লাঞ্ছনাকারীদের বিচারের জন্য সাত কর্মদিবস সময় দিয়েছে শিক্ষক সমিতি। এ দাবিতে তারা কর্মবিরতি অব্যাহত

রেখেছেন। শিক্ষকরা অবিলম্বে বিভিন্ন মাধ্যমে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, সুনামক্ষুণ্ন হওয়ার মতো কাজে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

অপরদিকে শিক্ষার্থীরাও শিক্ষকের কাছে লিখিত ক্ষমা চাইবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় অডিটরিয়ামে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. হযরত আলীর মতবিনিময়কালে শিক্ষার্থীরা ও দুপুরে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভা শেষে শিক্ষকরা এ পৃথক ঘোষণা দেন। বিকেলে ফের শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন উপাচার্য।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানিয়েছে, সোমবার সকাল ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. হযরত আলী প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ বৈঠক বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত চলে।

বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। একপর্যায়ে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শিক্ষকের সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের আচরণ ও মন্তব্যের বিষয়গুলো তুলে ধরেন। তিনি শিক্ষার্থীদের ওই ঘটনায় লিখিতভাবে ক্ষমা চাওয়ার জন্য আহ্বান জানান। পরে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের কাছে লিখিত ক্ষমা প্রার্থনার সিদ্ধান্ত নেন।

অপরদিকে সকাল ১১টার দিকে প্রশাসনিক ভবনে জরুরি সাধারণসভার আয়োজন করে কুয়েট শিক্ষক সমিতি। সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. সাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভা সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. ফারুক হোসেন। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক লাঞ্ছনা, অশোভন আচরণ, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে অপতথ্য প্রচার, অবমাননাকর উক্তিকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা ও বিচার দাবিতে কর্মবিরতি অব্যাহত রাখাসহ চারটি সিদ্ধান্ত

নেওয়া হয়। পরে শিক্ষক নেতারা এক ব্রিফিংয়ে বিষয়টি সাংবাদিকদের জানান।

শিক্ষক নেতারা ২৪ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষা উপদেষ্টা, ইউজিসি সদস্যদের আগমন ও তাদের কর্মকাণ্ড পক্ষপাতদুষ্ট বলে নিন্দা জানান। তারা বলেন, শিক্ষকরা সাত কর্মদিবস সময় দিয়েছে। এ সময়ের মধ্যে দাবি বাস্তবায়ন সম্ভব। শিক্ষাদানের পরিবেশ না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষকরা কর্মবিরতি অব্যাহত রাখবে। সোমবার ছিল কর্মবিরতির দ্বিতীয় দিন। তারা সব ধরনের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম থেকে বিরত রয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি বহিরাগতদের সঙ্গে কুয়েট শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের পর ক্যাম্পাসজুড়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। পরে শিক্ষার্থীরা উপাচার্য প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাছুদের অপসারণের এক দফা দাবিতে অনশন কর্মসূচি শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যকে অপসারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার। সর্বশেষ সংকট নিরসনে দুই দিন আগে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ হযরত আলীকে অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।